কালের কণ্ঠ

তারিখ 20 JUL 2017
পৃষ্ঠা 16 কলাম 2

শিক্ষা অফিসে অশিক্ষার চর্চা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ ▷

বেশ 'খ্যাতি' অর্জন করেছে ময়মনসিংহের আঞ্চলিক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অফিস। তবে সে খ্যাতি সুখ্যাতি নয়, কুখ্যাতি। শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি নিয়ে এ অফিসের হয়রানি ও দুর্নীতির কথা এখন সরকারের শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত জানা। এমনকি খোদ শিক্ষামন্ত্রীও এ অফিসের কার্যক্রম নিয়ে ক্ষুব্ধ। আর এত আলোচনার মূলে যিনি, তিনি হলেন ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিসের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক। রাজধানীতে কর্মক্ষেত্র থাকাকালে তিনি দুর্নীতির অভিযোগে পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি ময়মনসিংহের আঞ্চলিক অফিসের আরেকজনের অপকর্ম নিয়েও বেশ গুঞ্জন রয়েছে। তিনি সাঁটলিপিকার আবুল কালাম। পেছনে থেকে প্রত্যেক উপপরিচালককে দুর্নীতিতে সহায়তা করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে বহু পুরনো।

ময়মনসিংহ

সংশ্লিষ্টরা জানায়, ময়মনসিংহের আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসটি এ অঞ্চলের শিক্ষকদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর। অফিসটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ২০১৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি দেওয়ার জন্য আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার পর। অভিযোগ আছে, এ অফিসে এমপিওভুক্তি করতে এসে নানা রকমের হয়রানি ও বিড়ম্বনার মুখে পড়েন শিক্ষকরা।

২০১৬ সালের ২২ মে এখানে ঢাকা থেকে বদলি হয়ে আসেন শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক। তিনি এখানে এসে উপপরিচালকের পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব নেন। যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শিক্ষকদের হয়রানির নানা অভিযোগ উঠতে থাকে। বিশেষ করে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তিতে বারবার কাগজ চাওয়া, ঢাকায় চিঠি দিয়ে অযথা কালক্ষেপণ, নিয়ম-কানুনের কথা বলে শিক্ষকদের হয়রানি ইত্যাদি। এ ছাড়া আব্দুল খালেক যোগ দেওয়ার পর তাঁর স্ত্রীকে ময়মনসিংহের বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে বদলি করে নিয়ে আসেন একই অফিসের হিসাবরক্ষক পদে। অভিযোগ আছে, একই অফিসে স্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকায় আর্থিক লেনদেনে অনেকটা নির্ভার ও স্বস্তিতে থাকেন আব্দুল খালেক।

সর্বশেষ যে অভিযোগটি তাঁর বিরুদ্ধে খোদ শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত গড়ায় তা হচ্ছে, সদর উপজেলার মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সায়মা নিলুফারের এমপিওভুক্তির বিষয়টি। গত ১০ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভায় শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়টি জেনে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মাইজবাড়ী আব্দুল খালেক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহুরুল হক বলেন, 'সায়মা নিলুফার আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন। সে বিষয়টি আজও নিষ্পত্তি হলো না।'

টাঙ্গাইলের একজন শিক্ষকের স্বামী ইকবাল হোসেন এ প্রতিবেদককে জানান, তিনি বারবার ওই অফিসে গিয়ে হয়রানি ও দুর্ব্যবহারের মুখে পড়েছেন। উপপরিচালক আব্দুল খালেক একাধিকবার তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহারও করেছেন। নানা জায়গায় ধরনা দিয়ে অবশেষে তাঁর স্ত্রীর এমপিওভুক্তি হয়েছে।

এদিকে ময়মনসিংহ আঞ্চলিক অফিসের আরেক সাঁটলিপিকার আবুল কালামের বিরুদ্ধেও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। ১২ বছর ধরে এ অফিসে কাজ করছেন তিনি। উপপরিচালকদের অঘোষিত পিএসের ভূমিকায় থাকেন তিনি। তাঁর অনিয়মের কথা অফিসে ওপেন সিক্রেট।

এ সব অভিযোগের ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক এ এস এম আব্দুল খালেক বলেন, 'আমি কোনো অন্যায় করিনি। নিয়ম মেনেই কাজ করছি। কেউ কেউ আমার চেয়ারে বসার জন্য আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।' একইভাবে সাঁটলিপিকার আবুল কালামও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলো মিথ্যা বলে দাবি করেন।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর